ইনকিলাব

তারিখ 14 FEB 2013
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

সংসদে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিল

পীর-মাশায়েখ-আলেম-ওলামা ও মুসলিম জনতার শত বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে

☐ সংসদ রিপোর্টার

দেশের ফাজিল ও কামিল স্তরের প্রায় দেড় হাজার মাদ্রাসাকে এফিলিয়েশন দেয়ার লক্ষ্যে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩' গতকাল সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এবং ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ মাদ্রাসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করার জন্যই বিলটি আনা হয়েছে বলে বিলে উল্লেখ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পরে স্পিকার বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।

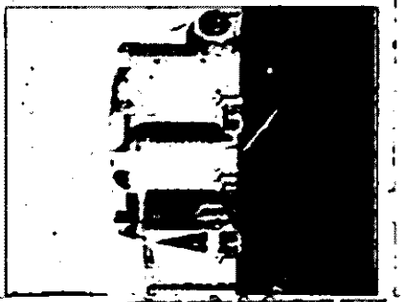

বিলে বলা হয়েছে- এই আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। বিভাগীয় শহরে এর আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন পৃঃ ১২ ক ঃ ২

যেটিকবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। এর আইনগত ভিত এখন চূড়ান্ত। বাকি আনুষ্ঠানিকতা যা আছে তাও শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কিছুদিনের মধ্যে। এখন মূলকাজ সরেজমিনের কাজ। অচিরেই শুরু হয়ে যেতে হবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এবং সেটি দেখার জন্যই উদগ্রীব লোচনে প্রতীক্ষা করছেন এদেশের মাদরাসার লাখ লাখ শিক্ষক, অগণিত শিক্ষার্থী, পীর মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা করুক। এর মাধ্যমে ইসলামী দুনিয়ার সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য মনীষার এক সেতুবন্ধ- রচনা হোক, এ প্রত্যাশা সকলের।

সংসদে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে- ফাজিল ও কামিল পর্যায়ের মাদরাসার অধিভুক্তি, স্বীকৃতি, পাঠদানের বিভিন্ন একাডেমিক প্রোগ্রামের অনুমোদন দান ও অনুমোদন বাতিল করা; মাদরাসা শিক্ষার জন্য আধুনিক যুগোপযোগী পাঠক্রম নির্ধারণ করা; জাতীয় শিক্ষা নীতির অনুসরণে মাদরাসা শিক্ষার জ্ঞানের বিকাশ, বিস্তার ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে মাদরাসাসমূহে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা করা। বিলের ৬ ধারায় বলা হয়েছে- যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকবে। এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জন্মস্থান বা শ্রেণীর কারণে কারো প্রতি কোন বৈষম্য করা যাবে না। বিলে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে না বা পাঠদান কার্যক্রমও পরিচালিত হবে না।

বিলের ২৮ ধারায় বলা হয়েছে- জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে সংগতি রেখে মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি মূল্যায়ন করবে কারিকুলাম ও মূল্যায়ন কেন্দ্র।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গত ২০-৪-২০১১ তারিখে সাক্ষাৎ করে একটি আবেদন পেশ করেন। তার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে গত ১১-৫-১১ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত নির্দেশনা ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ বিল আকারে প্রস্তাবক্রমে সংসদে উত্থাপন করা হয়।

ফিরে দেখা

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিল ২০১৩ পরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের জন্য গতকাল ১৩ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং এই রিপোর্ট প্রদানের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন ১৫ দিন। শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থাপিত এই প্রস্তাব ঐক্যকণ্ঠে হাঁ ধ্বনি দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন দিয়েছেন জাতীয় সংসদের সকলীয় সদস্যবৃন্দ। সংসদ টিভির পর্দায় এ দৃশ্য দেখে সারা দেশের মাদরাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পীর মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী জনতার মধ্যে আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়েছে। তারা এজন্য মহান আল্লাহর রব্বুল আলামীনের দরবারে শোকর আদায় করেছেন, প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন, সংসদ সদস্যদের মোবারকবাদ পেশ করছেন বলে সারা দেশ থেকে খবর আসছে। আমাদের ডেস্কে টেলিফোনের পর টেলিফোনে আসছে অভিনন্দন বার্তা, অনেকে জানতে চাইছেন এর বিস্তারিত বিবরণ।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের পীর মাশায়েখ, আলেম-উলামা ও ইসলামী জনতার দীর্ঘ কালের স্বপ্ন। যুগ-যুগান্তের প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণের জন্য তারা সেই বৃটিশ শাসনামল থেকে দাবী জানিয়ে আসছেন। আন্দোলন করে আসছেন। মাঠে-ময়দানে, সভায়-সম্মেলনে সোচ্চার হয়েছেন, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মন্ত্রী-উপমন্ত্রী সব দুয়ারে ধর্না দিয়েছেন। বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখালেখি হয়েছে অনেক। বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুতিও কম দেন নি বিভিন্ন সরকার এবং কর্তাব্যক্তিরা। কিন্তু সরেজমিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়।

সেই বৃটিশ আমলে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নিকট কলকাতা আলিয়া মাদরাসার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উত্থাপিত হয় 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী, বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে এজন্য গঠন করে কমিশন, কমিটি, প্রণীত হয় শত শত পৃষ্ঠার রিপোর্ট। কিন্তু আলোর মুখ দেখতে পায় নি এই প্রত্যাশিত বিশ্ববিদ্যালয়। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা বখশ, ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী, এমনি বহু মনীষী শিক্ষাবিদ, ছারছীনার পীর ছাহেব, ফুলতলীর পীর ছাহেব, চরমোনাইর পীর ছাহেব, মাওলানা আজীজুর রহমান কায়েদ ছাহেব হুজুর এমনি বহু প্রখ্যাত পীর মাশায়েখ, উলামায়ে কেরাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এই দাবীর সাথে, এই আন্দোলনের সাথে, বিভিন্ন কমিটি-কমিশনের সাথে। প্রায় শতবর্ষব্যাপী চলেছে এই প্রত্যাশা, এই দাবী। বৃটিশ আমল চলে গেছে। পাকিস্তানের আমলও খতম হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বয়স আজ ৪২ বছর। এতো দিনের এতো স্বপ্ন ও প্রত্যাশা তার বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে এই আবেগ, উচ্ছ্বাস খুবই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ আমলে এই আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্বে আসেন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি হিসাবে আলহাজ্ব মাওলানা এম.এ. মান্নান। এই কিংবদন্তী পুরুষ মাদরাসা শিক্ষকদের জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেন। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন, বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বহু ধাপ অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে পৌছান। এই সব পর্যায়ের সূচনাতেই তিনি সবার সামনে নিয়ে আসেন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী।

মুসলমানদের সোনালী জামানায় বাগদাদ, কায়রো, স্পেনে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কুরআন-হাদীসভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, বাংলাদেশের ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আবার ইসলামী রেনেসাঁর গৌরবময় দিন পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যেই ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য- মাওলানা এম. এ. মান্নান এই প্রেরণা ছড়িয়ে দেন সবার মধ্যে। আলেম উলামা, পীর মাশায়েখ, ইসলামী জনতা সকলের প্রাণের দাবীতে পরিণত হয় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। তার ইন্তেকালের পর জমিয়তের সভাপতি হিসাবে এই আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তার সুযোগ্য পুত্র দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন। আক্ষরিক অর্থেই টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ছারছীনা ও ফুলতলীর পীরছাহেব যুক্ত বিবৃতি দেন পত্রিকায়। ফুলতলী পীর ছাহেব লংমার্চ করে সিলেট থেকে ঢাকা আসেন এই দাবী নিয়ে। দেশের আলেম উলামা, পীর মাশায়েখ, ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ অকুণ্ঠ সমর্থন জানান এই দাবীর প্রতি। কিন্তু দাবী কেবল দাবীই থেকে যায়। অবশেষে ক্ষমতায় আসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। দাবী জানানো হতে থাকে তার কাছে। একই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের ২০ এপ্রিল এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের এক প্রতিনিধিদল মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শোনেন তাদের দাবী দাওয়া, প্রতিশ্রুতি দেন অনেকগুলো বাস্তবায়নের এবং ঘোষণা দেন অচিরেই ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। নির্দেশ দেন এর আইনগত কার্যক্রম শুরু করার। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে একান্ত নিষ্ঠা ও গভীর আন্তরিকতা নিয়ে একের পর এক গ্রহণ করতে থাকেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। গঠিত হয় বিভিন্ন কমিটি, চলে দ্রুততার সাথে তার কার্যক্রম। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৯-১১-২০১২ তারিখ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২-এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেয়া হয়। জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী সেই আইনটিই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিল ২০১৩ পেশ করে তাঁর পরীক্ষামূলক রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির উপর এবং তার সময়-সীমা বেঁধে দেন ১৫ দিন। সংসদ সদস্যগণ একযোগে হাঁ বলে সর্বসম্মতভাবে পাস করেছেন এ প্রস্তাব, আলোর মুখোমুখি হয় প্রায় শতবর্ষের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা।

এ আইনে আছে এই ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশের ফাজিল কামিল মাদ্রাসাগুলোর এফিলিয়েটিং এর ক্ষমতার কথা। এসব মাদরাসার যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক নিয়োগ ও অনুমোদনের কাজ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট, থাকবে একাডেমিক কাউন্সিল। থাকবেন চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার ইত্যাদি।